শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২০.০০১.২১-১১

তারিখ: ২৮ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১২ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদের আয় ও ব্যয়ের তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন-১ শাখার স্মারক নং-৭৬৮, তারিখ: ১৩/০৭/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের নিমিত্ত গত ০৫/০৭/২০২১ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের আয় ও ব্যয়ের তথ্য প্রতি তিন মাস অন্তর এ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদের রাজস্ব তহবিলের আয় ও ব্যয়ের তথ্য প্রতি তিন মাস অন্তর এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১২/০৮/২১
(মোহাম্মদ সামছুল হক)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৭২৩০
e-mail: lgd.upazila2@gmail.com

১। চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ (সকল)।

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে):

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক (সকল)।
৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

বিষয় : স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সুনিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের নিমিত্ত ভার্চুয়ালি **(Zoom Apps)** অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ০৫/০৭/২০২১ খ্রি.

সময় : বেলা ১১.০০ ঘটিকায়

সভার সভাপতি ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি এর সদয় অনুমতিক্রমে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ সভা শুরু করেন। তিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাকে অবহিত করেন যে, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) রয়েছে। উক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সুনিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি নেই। Rules of Business অনুযায়ী আইন প্রণয়ন, আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের ক্ষমতা স্থানীয় সরকার বিভাগের রয়েছে। পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) প্রায় ৬৫,০০০ জন জনপ্রতিনিধি রয়েছে। উক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সুনিদিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। তার মধ্যে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল নির্দেশিকা ২০২০ রয়েছে। জেলা পরিষদের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের প্রকল্প গ্রহণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের প্রকল্প গ্রহণের জন্য অনুমোদন নিতে হয় না। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংস্কার কমিশন গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নীতিগত অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সুনিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করা যেতে পারে। তিনি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি-কে সূচনা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

A/O
৯/০৮/২১

২। জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও সভার সভাপতি বলেন, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ পেয়েছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণ। মাথাপিছু আয় ৫০০ ডলার হতে ২২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ জন্য জনপ্রতিনিধিদের সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) সার্বিকভাবে ক্ষমতায়ন করতে হবে। বিশেষ করে জনপ্রতিনিধিদেরকে ক্ষমতায়ন করতে হবে। আইনে জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদেরকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক হতে হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান আইনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক একটি টেকসই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৩। সভাপতি আরও বলেন যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব আয় দিয়ে পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা, উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট আইনে উল্লেখ আছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু পৌরসভা নিজস্ব আয় দিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান পরিশোধ করতে পারছেনা। সে পরিপ্রেক্ষিতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয় ও ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় ও ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এক্সটারনাল অডিটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া জেলা পরিষদকে অধিক কার্যকর করার জন্য জেলা পরিষদ আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনাসহ সাতটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী হস্তান্তরিত বিভাগ হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। এ সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল কর্মচারী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে অফিস করলে জনগণ আরো সেবা পাবে। তাই এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সুনিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, জেলা পরিষদ, পৌর ও সিটি কর্পোরেশনের শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তাদের প্রস্তাব/মতামত আহবান করা হয়।

৪। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সুনিদিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ ও হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের আয় ও ব্যয়ের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী, উপজেলা পরিষদের আয় ও ব্যয়ের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব কাজী আশরাফ উদ্দীন, জেলা পরিষদের আয় ও ব্যয়ের বিষয় অতিরিক্ত সচিব জনাব দীপক চক্রবর্ত্তী, সিটি কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয়ের বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব জনাব মরণ কুমার চক্রবর্তী এবং পৌরসভাসমূহের আয় ও ব্যয়ের বিষয়ে যুগ্মসচিব বেগম সায়লা ফারজানা উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৩ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ৭টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে বসে সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

খ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আয় ও ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করে তা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য এক্সটারনাল অডিটর নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে;

ঘ) ইউনিয়ন পরিষদমূহের বাজেট প্রণয়ন, ওয়ার্ড সভা এবং পরিষদ কর্তৃক গঠিত কমিটিগুলো সচল আছে কিনা তা পর্যালোচনা করে ডিডিএলজিকে মাসিক ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে;

ঙ) জলমহাল ইজারার আয়ের অংশ, নিকাহ রেজিষ্ট্রার হতে আহরিত ফি এর অংশ এবং ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ আহরিত অংশ হতে ইউনিয়ন পরিষদকে প্রদানের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রয়োজনে সভা করতে হবে;

চ) সকল ইউনিয়ন এলাকার ভিতর যে কোন অবকাঠামো বা ভবন নির্মাণের জন্য পরিষদের অনুমতি নেয়ার বিষয়টি কার্যকর করতে হবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন জনগণ বিনা কারণে বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে হয়রানীর স্বীকার না হয়;

ছ) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) সকল প্রকার সেবা প্রদান ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য সফটওয়ার উন্নয়নের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে;

জ) জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ সংশোধন করতে হবে;

ঝ) জেলার ক্যাটাগরি অনুযায়ী জেলা পরিষদের জনবল কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে;

ঞ) উপজেলা অনুপাতে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচন করা যায় কিনা তা পর্যালোচনা করতে হবে;

ট) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পৌরসভার মেয়রকে জেলা পরিষদের সদস্য করা যায় কিনা তা জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ সংশোধনের সময় পর্যালোচনা করতে হবে;

ঠ) জেলা পরিষদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের তথ্যাদি হালনাগাদ করতে হবে;

ড) সিটি কর্পোরেশনের আয় ও ব্যয়ের তথ্য নিয়মিত সংরক্ষণ করতে হবে;

ঢ) পৌরসভাসমূহের নিয়মিত ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত জনবলের তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে;

ণ) যে সকল পৌরসভা কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করতে পারছেনা তাদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা চাইতে হবে। ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী ঐ সমস্ত পৌর পরিষদ বাতিল বা পৌরসভাকে ইউনিয়ন পরিষদে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

ত) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহের আইন ও বিধিমালা সংশোধন ও কার্যক্রম নিবিড় ভাবে পর্যালোচনার জন্য আলাদা আলাদা সভা করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করেন।

(মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি)
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়